



গোপালগঞ্জ সরকারি বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে বৃহস্পতিবার সূত্র সহিংসতার সময় ক্যাম্পাসে রামদা ও লাঠিসোটা নিয়ে ছাত্রলীগের এক গ্রুপের মহড়া

কলেজ : ছাত্রলীগের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এং গোপালগঞ্জ রিপোর্টের ফেরামের পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক পৃথক সভায় নির্বাচন চলাকালে সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে বাধাদান ও তাদের ওপর হুমকির উদ্ভেদে নির্বাচনকে অস্বাভাবিক বাস্তব নেয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, সকাল ৮টা নির্বাচন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই ছাত্রলীগ মনোনীত প্যানেলের সমর্থকরা বিদ্রোহী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের নির্বাচন-স্থল থেকে মারধর করে বের করে দেয় এবং লাঠিসোটা নিয়ে ধাওয়া করে তাদের কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ক্যাম্পাসে কুটির মধ্যে বিদ্রোহীরা পোস্ট অফিস মোড়, ব্যাংকপাড়, মডেল স্কুল রোড, পল্লুরিয়াসহ শহরের বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ করে। ফলে প্রধান সড়কগুলোতে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কোলা ১১টার দিকে বিদ্রোহীরা দ্বিতীয় দফায় কলেজে ঢোকার চেষ্টা করলে দু'পক্ষের মধ্যে আবারো সংঘর্ষ শুরু হয়। লাঠিসোটা, রামদা, কাঁচরাসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দু'পক্ষ লিপ্ত হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। এরপর সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে গোটা শহরে। ব্যাপক পুলিশ ও রাইফেল উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও কলেজ ক্যাম্পাসেই গোটা শহর পরিণত হয় রক্তক্ষয়ী। দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে শহরের বিভিন্ন অঙ্গিনাগিতে। এসব ঘটনায় আহত হয় অর্ধশতাধিক।

গুরুতর আহতদের মধ্যে জেলা মুক্তিগের সাধারণ সম্পাদক এমবি সাইফ (৩৪), মুক্তিগ নেতা সুরজি কুমার সাহা (৩৭), তরিকুল ইসলাম (১৯), জাহিদুল ইসলামকে (২০) গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শহরের বিভিন্ন স্ট্রিক্টেও চিকিৎসা দেয়া হয় অনেকে। ছবি তুলতে গিয়ে পাবলিক হল মোড়ে বিদ্রোহীদের হাতে আহত হয় একুশ টিকির গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি বাদল সাহা এবং কলেজের ভেতর ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে লক্ষিত হন বেশ কয়েকজন সাংবাদিক। বিদ্রোহী সমর্থকদের নিকট ইটপাটকেলের আঘাতে আহত হন কয়েক পুলিশ সদস্য। কোলা ৩টা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে থেমে থেমে চলা এসব সংঘর্ষের সময় হুমলা করা হয় গোপালগঞ্জ মহিলা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী নাহিদা আক্তার রুবনের বাসসহ কয়েকটি বাড়ি ও পেসানে। অস্ত্রের করা হয় দুটি মোটরসাইকেল। শহরে সূত্র হয় উত্তিকর এক অস্ত্রের। বহু হয়ে যায় সব দোকানপাট। ফাঁকা হয়ে যায় রাস্তাঘাট।

সংঘর্ষ চলাকালে বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পৌছে দেয়া হয় সংবাদকর্মীদের হাতে। শেষ ইয়াহিয়া খলিল, উজ্জ্বল বিশ্বাস ও রিফাতুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাদের ও সমর্থকদের কলেজ থেকে বের করে দিয়ে ছাত্রলীগ প্যানেলের সমর্থকরা জেট কেটে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়।

এদিকে নির্বাচন চলাকালে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাস থেকে কেটলীপাড়ার শিক্ষার্থীদের বের করে নেয়ার প্রতিবাদে কেটলীপাড়া উপজেলা ছাত্রলীগ দুপুর ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত গোপালগঞ্জ-কেটলীপাড়া সড়ক অবরোধ করে রাখে। বিকেলে তারা উপজেলা পরিষদ চত্বরে সমাবেশ করে। সমাবেশে জুয়েল শেখ, হাফিজ হাফিজ, জুয়েল মাহমুদ, ফরিদ হাফিজ, জেটন চৌধুরী, কাইয়ুম হাফিজাদার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, সরকারি বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বেশ কদিন ধরেই গোপালগঞ্জে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। বঙ্গবন্ধু কলেজে ছাত্রলীগ ছাড়া অন্য কোনো সংগঠন না থাকায় নির্বাচনে মনোনয়ন নিয়ে ছাত্রলীগের মধ্যেই দুটি গ্রুপে খণ্ড ভ্রমেই চরমে উঠছিল। গত ৯ জুন ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে পূর্ণ প্যানেল ঘোষণার পরও বিভিন্ন পক্ষে ছাত্রলীগের একাধিক প্রার্থী তাদের নির্বাচনী প্রচারণা চালায় আসছিল। একপর্যায়ে ১৪ জুন সন্ধ্যায় জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দ্বিতীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে ৭ ছাত্রলীগ নেতাকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়। পরে ১৬ জুন দুপুরে বহিস্কার ওইসব নেতা নির্বাচনে জেটকাটাসহ তাদের ওপর হুমকির আশঙ্কা বৃদ্ধি করে সূত্র, নিয়ন্ত্রক ও প্রভাবশালী নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে এক সংবাদ সংকলন করেন।

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু কলেজ বন্ধ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জে সরকারি বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ এবং বিদ্রোহী ছাত্রদের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া-পাশা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনায় সাংবাদিক, পুলিশ, রাজনীতিবিদসহ অর্ধশতাধিক আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত সহিংসতার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্বাচন বন্ধ করে দিয়েছে।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন
স্থগিত : শিক্ষার্থীদের
হল ত্যাগের নির্দেশ

নেতাদের পরামর্শে এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় প্রেসক্লাব কলেজ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

বিকালে অধ্যক্ষ এসএম মকফুর হোসেন এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ও শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনার পতিত পবন দেবনাথ জানান, নির্বাচন অনুষ্ঠানকালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটায় স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক